দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

188

বৃত্তির টাকা কবে পাব?

আমরা ১৯৮৪ সনে (১৯৮৬ সনে অনুষ্ঠিত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন কলেজ থেকে সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ১৯৮৭ সনের মার্চ-জুনের মধ্যে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। ভর্তির সময় বৃত্তির ফর্মসহ সমস্ত কাগজ-পত্র সঠিকভাবে পূরণ করে ভর্তি হয়েছি। আর স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত কাগজপত্র সঠিকভাবে পূরণ না করে ভর্তি হওয়ার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯৮৮ সনের জুন মাসে আমাদের কিছু ছেলেমেয়ের নামে হলে হলে ও ডিপার্টমেন্টে এই মর্মে লিস্ট আসে যে, তারা আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে কিনা এই প্রমাণপত্র না পাওয়ায় তাদের বৃত্তির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল না (?)। যদি তারা ভর্তি হয়ে থাকে তবে অভিসত্তর রেজিস্ট্রার-এর বৃত্তি সেকশনে ভর্তির প্রমাণাদিসহ দেখা করতে বলা হয়েছে।

আমরা দেখা করলাম এবং আবার নতুন করে বৃত্তির ফর্ম পূরণ করে জমা দিলাম। তারা বললেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের লিস্ট করে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাত দেখাবার পর আমাদের ঘনঘন খোঁজ-খবর নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেই লিস্ট করেন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে। এর পর তারা (বৃত্তির সেকশন হতে) বললেন যে, আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে আপনারা ব্যাংকে যোগাযোগ করুন। আসলাম টি, এস, সি-র জনতা ব্যাংকে, সেখানে যিনি বৃত্তির সবকিছু নিয়ে সংশ্লিষ্ট তার সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন যে, জুনের ২১ তারিখের মধ্যে যে সমস্ত লিস্ট আমাদের কাছে এসেছে তাদের টাকা আমরা দিয়ে দিয়েছি। পরে যে লিস্ট করা হয়েছে তার টাকা আগামী জুন মাসে অর্থাৎ '৮৯-এর জুনে পাওয়া যেতে পারে। আরো জানা গেল যে, এই বৃত্তির টাকা আর না পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আজ ভাবতেও অবাক লাগে যে, বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠে অধ্যয়ন করতে এসে এ কোন পরিবেশের মধ্যে পরলাম। আর বিদ্যাপিঠের কর্তৃপক্ষের মনোভাবই বা এমন কেন?। কর্তৃপক্ষের এই ভুলের (বৃত্তির ফর্ম হারিয়ে ফেলার) খেসারত কি আমাদের আরও কিছু দিতে হবে?

এমতাবস্থায় আমরা বেশ হতাশাগ্রস্ত। আমরা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বন্যাকবলিত। বিগত বন্যার কারণে এই বৃত্তি কারো কারো জন্য পরোক্ষভাবে একটা আর্থিক সহায়তাও বটে। তাই অতিসত্তর যাতে বৃত্তির টাকাটা মঞ্জুর হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে—

অমল চন্দ্র বৈরাগী,
৩১৭-পূর্ববাড়ী,
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়